Subject: Political Science (Honours)- 4th Semester
Paper - CC-9: Public Policy and Administration in India
Topic no.V- Social Welfare Administration.

By- Shyamashree Roy, Assistant Professor of Political Science.

Social Welfare Policies: Right To Education

শিশুদের নিখরচায় ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন বা শিক্ষার অধিকার আইন (RTI), 4 আগস্ট ২০০৯-এ প্রণীত ভারতের সংসদের একটি আইন, যা between 6 and 14 বছরের শিশুদের জন্য নিখরচায় ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার গুরুত্বের বর্ণনা দেয় ভারতীয় সংবিধানের 21a অনুচ্ছেদে ১৯৯০ সালের ১ এপ্রিল আইনটি কার্যকর হওয়ার পরে ভারত প্রতিটি শিশুর মৌলিক অধিকারকে শিক্ষার মৌলিক অধিকার হিসাবে গড়ে তোলার জন্য ১৩৫ টি দেশের একটি হয়ে ওঠে।

এই আইনটি শিক্ষাকে 6 থেকে ১৪ বছর বয়সী প্রতিটি শিশুর মৌলিক অধিকার হিসাবে গড়ে তোলে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ন্যূনতম নিয়মগুলি নির্দিষ্ট করে। এটি সমস্ত বেসরকারী বিদ্যালয়ের 25% আসন শিশুদের জন্য সংরক্ষণের প্রয়োজন (সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব পরিকল্পনার অংশ হিসাবে রাজ্য কর্তৃক প্রদান করা হবে)। বাচ্চাদের অর্থনৈতিক অবস্থা বা বর্ণ ভিত্তিক সংরক্ষণের ভিত্তিতে বেসরকারী স্কুলে ভর্তি করা হয়। এটি সমস্ত স্বীকৃত স্কুলকে অনুশীলন থেকে নিষিদ্ধ করেছে এবং ভর্তির জন্য কোনও অনুদান বা ক্যাপিটিশন ফি বা শিশু বা পিতামাতার কোনও সাক্ষাত্কারের বিধান করে না। এই আইনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনও শিশুকে ফেরত রাখা হবে, বহিষ্কার করা হবে না বা বোর্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে না। স্কুল ড্রপ-আউটদের একই বয়সের শিক্ষার্থীদের সাথে সমতা আনার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের বিধানও রয়েছে।

আরটিই(RTI) আইনে এমন সমীক্ষা প্রয়োজন যা সমস্ত পাড়া পর্যবেক্ষণ করে, শিক্ষার প্রয়োজনে শিশুদের সনাক্ত করতে এবং এটি সরবরাহের জন্য সুবিধা স্থাপন করবে। ভারতের জন্য বিশ্বব্যাংকের শিক্ষা বিশেষজ্ঞ স্যাম কার্লসন পর্যবেক্ষণ করেছেন: "আরটিই আইনটি বিশ্বের প্রথম আইন যা সরকারের উপর নথিভুক্তি, উপস্থিতি এবং সমাপ্তি নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব রাখে। বাচ্চাদের প্রেরণ করা পিতামাতার দায়িত্ব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশের স্কুলগুলিতে "

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষার অধিকার 18 বছর বয়স পর্যন্ত পৃথক আইনের আওতায় রাখা হয়েছে - প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইনের। বিদ্যালয়ের অবকাঠামো, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত এবং অনুষদ উন্নয়নের বিষয়ে আরও বেশ কয়েকটি বিধান আইনে করা হয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানের শিক্ষা একটি যুগল বিষয় এবং কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়ই এই বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে। আইনটি বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্র, রাজ্য এবং স্থানীয় সংস্থার জন্য সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দেয় down রাজ্যগুলি অভিযোগ করে আসছে যে সর্বজনীন শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিদ্যালয়ে উপযুক্ত মানের শিক্ষার জন্য তাদের আর্থিক সামর্থ্যের অভাব রয়েছে। সুতরাং এটি স্পষ্ট ছিল যে কেন্দ্রীয় সরকারকে (যা বেশিরভাগ রাজস্ব আদায় করে) রাজ্যগুলিকে ভর্তুকি দেওয়ার প্রয়োজন হবে।

বিলটি মন্ত্রিসভা কর্তৃক ২ জুলাই ২০০৯-এ অনুমোদিত হয়েছিল। রাজ্যসভা ২০ জুলাই ২০০৯ এবং লোকসভা ৪ আগস্ট ২০০৯ এ বিলটি পাস করে। এটি রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে এবং 26 আগস্ট ২০০৯-এ শিশুদের মুক্তির অধিকার হিসাবে আইন হিসাবে বিজ্ঞপ্তি পায় এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন আইনটি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষে কার্যকর হয়েছিল ২০১০ সালের এপ্রিল থেকে, ভারতের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের ভাষণের মাধ্যমে একটি আইন কার্যকর হয়েছিল। ডঃ সিং তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, "আমরা লিঙ্গ এবং সামাজিক শ্রেণি নির্বিশেষে সমস্ত শিশুদের শিক্ষার অ্যাক্সেস নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এমন একটি শিক্ষা যা তাদের দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা, জ্ঞান, মূল্যবোধ এবং মনোভাব অর্জন করতে সক্ষম করে An এবং ভারতের সক্রিয় নাগরিকরা। 2019 সালে ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হওয়ার পরে এটি এখন কাশ্মীরে কার্যকর হয়েছিল।

এটি ছাত্র শিক্ষক অনুপাত (পিটিআর), ভবন এবং অবকাঠামো, বিদ্যালয়ের কর্ম দিবস, শিক্ষক-কর্মঘন্টার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য মানদণ্ডগুলি সরবরাহ করে।

এটি প্রতিটি ছাত্রের জন্য নির্দিষ্ট ছাত্রদের অনুপাত বজায় রাখা উচিত, কেবলমাত্র রাজ্য বা জেলা বা ব্লকের জন্য গড় হিসাবে তুলনামূলকভাবে শিক্ষক পদে কোনও নগর-গ্রামীণ ভারসাম্যহীনতা না রয়েছে তা নিশ্চিত করে শিক্ষকদের যৌক্তিক নিয়োগের ব্যবস্থা করে। এটি অনাদায়ী শুমারি ব্যতীত শিক্ষাগত কাজের জন্য শিক্ষক নিয়োগ নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা করেছে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, রাজ্য আইনসভা ও সংসদ নির্বাচন এবং দুর্যোগ ত্রাণ ব্যতীত অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য শিক্ষক নিয়োগ নিষিদ্ধ করারও ব্যবস্থা করেছে।

এটি যথাযথ প্রশিক্ষিত শিক্ষক, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় প্রবেশিকা এবং একাডেমিক যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করে।

এটি (ক) শারীরিক শাস্তি এবং মানসিক হয়রানি নিষিদ্ধ করে; (খ) শিশুদের ভর্তির জন্য স্ক্রিনিং পদ্ধতি; (গ) ক্যাপিটেশন ফি; (ঘ) শিক্ষকগণের দ্বারা প্রাইভেট টিউশন এবং (ঙ) স্বীকৃতি ছাড়াই স্কুল পরিচালনা।

এটি সংবিধানের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের সাথে মিল রেখে পাঠ্যক্রমের বিকাশের ব্যবস্থা করে এবং যা শিশুর সর্বব্যাপী বিকাশ নিশ্চিত করে, শিশুর জ্ঞান, সম্ভাবনা এবং প্রতিভা গড়ে তোলে এবং শিশুকে ভয়, আঘাত ও উদ্বেগ মুক্ত করে তোলে। শিশুবান্ধব এবং শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা।

সমালোচনা

এই আইনটির তড়িঘড়ি খসড়া তৈরি করা হয়েছে, শিক্ষায় সক্রিয় অনেক গ্রুপের সাথে পরামর্শ না করা, শিক্ষার মান বিবেচনা না করা, বেসরকারী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু স্কুলগুলির ব্যবস্থাপনার অধিকার লঙ্ঘন করা এবং ছয় বছরের কম বয়সী শিশুদের বাদ দেওয়ার জন্য এই সমালোচনা করা হয়েছে। অনেকগুলি ধারণা ২০০০ এর দশকের সর্বশিক্ষা অভিযানের নীতি অব্যাহত রাখার হিসাবে দেখা যায় এবং বিশ্বব্যাংকের নব্বইয়ের দশকের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রোগ্রামের ডিপিইপি অর্থায়িত হয়, উভয়ই গ্রামীণ অঞ্চলে বেশ কয়েকটি স্কুল স্থাপন করার সময়, অকার্যকর ও দুর্নীতিমুক্ত বলে সমালোচিত হয়েছেন।

সরকারী স্কুল ব্যবস্থা দ্বারা প্রদত্ত শিক্ষার মান ভাল হয় না। যদিও এটি দেশের প্রাথমিক শিক্ষার সবচেয়ে বড় সরবরাহকারী হিসাবে রয়ে গেছে, যা সকল স্বীকৃত বিদ্যালয়ের ৮০% গঠন করে, এটি শিক্ষকের অভাব এবং অবকাঠামোগত ব্যবধানে ভুগছে। বেশ কয়েকটি বাসস্থানে পুরোপুরি বিদ্যালয়ের অভাব রয়েছে। সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে অনুপস্থিতি ও অব্যবস্থাপনা এবং রাজনৈতিক সুবিধার্থে নিয়োগপ্রাপ্ত নিয়োগের অভিযোগ থেকেও বিরত থাকার অভিযোগ রয়েছে। সরকারী স্কুলে নিখরচায় মধ্যাহ্নভোজ করার প্রবণতা সত্ত্বেও, অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানদের বেসরকারী স্কুলে পাঠান। কিছু রাজ্যের বেসরকারী পল্লী বিদ্যালয়ে গড় স্কুলের শিক্ষকের বেতন (সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তুলনায় মাসে প্রায় ৪,০০০ রুপি) কম lower ফলস্বরূপ, স্বল্প মূল্যের বেসরকারী বিদ্যালয়ের সমর্থকরা সরকারী স্কুলগুলিকে অর্থের জন্য মূল্যহীন বলে সমালোচনা করে।

বেসরকারী স্কুলগুলিতে পড়া শিশুদের একটি সুবিধা হতে দেখা যায়, দুর্বল অংশগুলির বিরুদ্ধে বৈষম্য তৈরি করে যারা সরকারী বিদ্যালয়ে যেতে বাধ্য হয়। তদুপরি, এই সিস্টেমটি এমন একটি গ্রামীণ অভিজাত শ্রেণীর লোকদের খাওয়ানো হিসাবে সমালোচিত করা হয়েছে যারা এমন একটি দেশে বিদ্যালয়ের ফি বহন করতে সক্ষম যেখানে বিপুল সংখ্যক পরিবার নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যে বাস করে। এই বিষয়গুলি সমাধান না করার জন্য আইনটি বৈষম্যমূলক হিসাবে সমালোচিত হয়েছে। খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ অনিল সাদগোপাল তাড়াতাড়ি খসড়া আইনটি সম্পর্কে বলেছেন:

এটা আমাদের বাচ্চাদের জন্য প্রতারণা। এটি বিনামূল্যে শিক্ষা বা বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেয় না। প্রকৃতপক্ষে, এটি কেবলমাত্র বর্তমান বহুমাত্রিক, নিকৃষ্ট মানের স্কুল শিক্ষাব্যবস্থাকে বৈধতা দেয় যেখানে বৈষম্য অব্যাহত থাকবে।

উদ্যোক্তা গুরচরণ দাস উল্লেখ করেছেন যে ৫৫% শহুরে শিশু বেসরকারী স্কুলে পড়াশোনা করে এবং এই হারটি প্রতি বছর ৩% বৃদ্ধি পাচ্ছে। "এমনকি দরিদ্র শিশুরাও সরকারী বিদ্যালয় ত্যাগ করছে the শিক্ষকরা দেখানো হচ্ছে না বলে তারা চলে যাচ্ছে।" তবে অন্যান্য গবেষকরা যুক্তিটির বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে বেসরকারী স্কুলগুলিতে উচ্চ মানের মানের প্রমাণগুলি প্রায়শই অদৃশ্য হয়ে যায় যখন অন্যান্য কারণগুলির (যেমন পারিবারিক আয় এবং পিতামাতার সাক্ষরতার জন্য) দায়বদ্ধ থাকে।